

শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন ও তার উত্তরঃ

(বগুড়া জেলা)

প্রশ্ন ১) টিনএজে শিক্ষার্থীদের মোবাইল ফোন বা ইন্টারনেট ব্যবহারের গুরুত্ব বেশি নাকি ক্ষতির পরিমাণ বেশি?

উত্তরঃ শিক্ষার্থীদের মোবাইল ফোন বা ইন্টারনেট ব্যবহারের গুরুত্ব অনেক বেশি। সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকা এবং শিক্ষার্থীদের বাসায় অবস্থানের কারণে ইন্টারনেট ও ডিজিটাল ডিভাইসগুলোর ব্যবহার কয়েক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। অনলাইনে সংযুক্ত হওয়ার ফলে শিক্ষার্থীরা তাদের বন্ধু এবং সহপাঠীদের সঙ্গে একসঙ্গে শিখতে পারছে। ইন্টারনেট ব্যবহারের ব্যাপ্তি বৃদ্ধি পাওয়ায় শিক্ষার্থীদের জন্য বিনোদনমূলক কার্যক্রম, সামাজিক দক্ষতা বৃদ্ধির অনুশীলন, তথ্য আদান-প্রদানসহ অনেক মূল্যবান ক্ষেত্রের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ইন্টারনেট ব্যবহারের সময়কে ‘স্ক্রিন টাইম’ বলা হয়। ইন্টারনেটের সুদূরপ্রসারী ব্যবহার থাকা সত্ত্বেও অতিরিক্ত ‘স্ক্রিন টাইম’ শিক্ষার্থীদের জন্য ক্ষতিকর। এর ব্যবহার যখন মাত্রা ছড়িয়ে যায় তখন এটা ‘আসক্তি’র পর্যায়ে পড়ে। শিশুদের ইন্টারনেট ব্যবহার নিরাপদ করতে বাবা-মা কে মূলত দুটি জিনিস নজরদারিতে রাখতে হবে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে যে, শিশুরা ইন্টারনেট ব্যবহার করতে গিয়ে কোন ধরনের বিপদে পিড়ছে কিনা। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে তারা কোন আসক্তিতে জড়িয়ে পড়ছে কিনা। সন্তানের ইন্টারনেট ব্যবহারের সময়সীমা নির্ধারণ করে দেওয়ার মাধ্যমে তার দৈনিক ‘স্ক্রিন টাইম’ নিয়ন্ত্রণে করা যাবে, পাশাপাশি সে কী ধরনের ‘কন্টেন্ট’য়ের সংস্পর্শে আসছে সেদিকেও নজর রাখা যাবে।

প্রশ্ন ২) ফেসবুকসহ অন্যান্য আইডি হ্যাক হলে কী করবো?

উত্তরঃ আপনার ফেসবুক আইডি হ্যাক হওয়া মাত্রই নিম্নলিখিত পদক্ষেপ নিতে পারেন।

১. প্রথমে <http://www.facebook.com/hacked> লিঙ্কে প্রবেশ করুন।

২. এরপর “My account is compromised” বাটনে ক্লিক করুন। হ্যাক হওয়া অ্যাকাউন্টের তথ্য চাওয়া হলে সেখানে উল্লেখ করা দুটি অপশনের (ইমেইল বা ফোন নম্বর) যে কোনো একটির ইনফরমেশন দিন।

৩. প্রদত্ত তথ্য সঠিক হলে প্রকৃত অ্যাকাউন্টটি দেখাবে এবং আপনার বর্তমান অথবা পুরাতন পাসওয়ার্ড চাইবে। এখানে আপনার পুরাতন পাসওয়ার্ডটি দিয়ে কন্টিনিউ করুন।

৪. হ্যাকার যদি ইমেইল অ্যাড্রেস পরিবর্তন না করে থাকে তবে আপনার ইমেইলে রিকভারি অপশন পাঠানো হবে। এর মাধ্যমে অ্যাকাউন্ট উদ্ধার করা সম্ভব।

৫. হ্যাকার যদি ইমেইল অ্যাড্রেস, ফোন নম্বরসহ লগইন করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরিবর্তন করে থাকে তবে Need another way to authentication? -> Submit a request to Facebook এ ক্লিক করলে ফেসবুক প্রোফাইলটি উদ্ধারের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ও আইডি সরবরাহের ফর্ম পূরণের মাধ্যমে হ্যাকড অ্যাকাউন্ট উদ্ধার করা সম্ভব।

সোশ্যাল মিডিয়া হ্যাকিংয়ের শিকার হলে আপনি স্বশরীরেও সিআইডি'র সাইবার পুলিশ সেন্টারে গিয়ে অভিযোগ জানাতে পারেন। সর্বোপরি ফেসবুক হ্যাক হলে যত দূত সম্ভব নিকটস্থ থানা পুলিশকে অবহিত করুন।

আইনগত প্রতিকারঃ ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের ৩৪ ধারা অনুযায়ী হ্যাকিং একটি আমলযোগ্য অপরাধ। সুতরাং ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

যদি কোনো ব্যক্তি হ্যাকিং করেন, তা হলে সেটি হবে একটি অপরাধ এবং উক্ত ব্যক্তি অনধিক ১৪ (চৌদ্দ) বৎসর কারাদণ্ডে বা অনধিক ১ (এক) কোটি টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

উল্লিখিত অপরাধ দ্বিতীয় বার বা পুনঃপুন সংঘটন করেন, তা হলে তিনি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা অনধিক ৫ (পাঁচ) কোটি টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

প্রশ্ন ৩) জুম অ্যাপের অপব্যবহার রোধের উপায় কী?

উত্তরঃ জুম অ্যাপের অপব্যবহার রোধের জন্য নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে।

১) প্রতি ভিডিও মিটিংয়ের জন্য আলাদা আলাদা ইউজারনেম ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করুন।

২) ওয়েটিং রুম ফিচার এনেবল করে নিন, যাতে কোনও মিটিংয়ের হোস্ট অ্যালাউ করলেই অন্যান্য সদস্যরা ভিডিও কনফারেন্সিংয়ে যোগদান করতে পারবেন।

৩) জয়েন বিফোর হোস্ট' ফিচার' ডিজবল করে দিন।

৪) স্ক্রিন শেয়ারিং কেবলমাত্র হোস্টই করতে পারবে, এই অপশন চালু করুন।

৫) যে-সমস্ত যোগদানকারীকে 'রিমুভ' করা হচ্ছে তাঁরা আবার যোগদান করতে পারবে, এই ফিচারটা ডিজবল করে দিন।

৬) ফাইল ট্রান্সফার অপশন রেস্ট্রিক্ট করে দিন।

৭) ভিডিও রেকর্ডিং ফিচার রেস্ট্রিক্ট করে দিন।

৮) প্রত্যেকে মিটিং 'এন্ড' করবেন, শুধুমাত্র 'লিভ' করবেন না, এটা নিশ্চিত করুন।